মুজিবনগরে ঢেউটিন ও চেক বিতরণ

মুজিবনগরে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনে এমপি এর বিশেষ বরাদ্দ হতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক ঢেউটিন ও চেক বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা উপস্থিত থেকে এসব ঢেউটিন ও চেক বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী-কমিশনার ভূমি নাজমুস সাকিব, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাশরুবা আলম, উপজেলা বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খান, উপজেলা ইয়াং বাংলা ফিচার লিডারের সভাপতি হাসানুজ্জামান লালটু।

এ সময় ৩৭ টি পরিবার এর মাঝে ৪৪ বাইন টিন ১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে সাবেক মেয়র মতুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু, তার ছেলে ইন্টার্ন চিকিৎসক মুত্তাকি বিল্লাহ শাফিনসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেছেন সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মো. তরিকুল ইসলামের আদালতে হাজির হয়ে বাদী মামলা দাখিল করেন। আদালত মামলা আমলে নিয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই)

তদন্তের নির্দেশ দেন। যার মামলা নম্বর-৫৮৪/২০২৩।

মলার বাকি আসামীরা হলেন- সাবেক মেয়র মতুর ছেলে ইন্টার্ন চিকিৎসক মুত্তাকি বিল্লাহ শাফিন, মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার সাইফুল বাহার স্বাধীন, প্রকৌশলী তোহিদুল ইসলাম লিওন, সৌমিক ব্রো, শামিম হাসান সোহাগ ও মেহেরাব হোসেন অপি।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, বাদি মাহাবুব চান্দু ২০ বছর যাবৎ সাংবাদিক পেশায় নিযুক্ত। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক ও স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, প্রতিদিনের সংবাদসহ বিভিন্ন গনমাধ্যমে সুনামের সাথে মেহেরপুরে সাংবাদিকতা করেছেন।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তার বেশ সুনাম আছে। তার প্রকাশিত সংবাদেও মধ্যে অনেকগুলো সংবাদ আদালত আমলে নিয়ে স্বপ্রণোদিত মামলা করেছেন এবং ভুক্তভোগীরা সুফল পেয়েছেন। বাদী মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানী কাজে গত ২৪ জুলাই সকাল ১১টা ৫৩ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ১৬ পর্যন্ত মেহেরপুর সরকারী মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসে অনুসন্ধান মুলক কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

আসামী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর মেয়ে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এর চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত থাকাতে তিনি খবরটা জেনে ক্ষিপ্ত হন। তারপর মায়ের হাসি ক্লিনিকের মালিক হিসেবে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার সম্পাদককে আনুমানিক ২টা ২৫ মিনিটের দিকে মোবাইলে হুমকি দিয়ে বলেন তোমরা কি বারেখা হয়েছো, তোমাদের দাঁত ভেঙ্গে দিব, ৫০টা চাঁদাবাজির মামলা দিব বলে হুমকি দিয়ে ফোন কেটে দেন। এ বিষয়ে ২৬ জুলাই মেহেরপুর সদর থানাতে একটি জিডি হয়, যার নং ১৩৯১।

পরবতির্তে আসামী মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতু তার মালিকানাধীন মায়ের হাসি ক্লিনিকের ম্যানেজার আসামী সাইফুল বাহার স্বাধীনকে দিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সদর থানা মেহেরপুর বরাবর বাদীর নামে একটি মিথ্যা চাঁদাবাজির অভিযোগ লিখে থানায় অভিযোগটি জমা না দিয়ে মায়ের হাসি ক্লিনিক আইডি থেকে পোষ্ট করে। পরে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর ছেলে মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিন তার ফেসবুকে নামধারী সাংবাদিক লিখে শেয়ার করে।

মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিনের পোস্টে গিয়ে আসামী তৌহিদুল ইসলাম লিওন বাদী সম্বদ্ধে কৃষ্ণ নগরী, ভাত পেতনা, চাঁদাবাজী, ৫টা বউসহ

ইত্যাদি মানহানি কর কথা লিখেছেন। সে আরো বলে জেল খেটে দেশে ফিরে এখন বড় সাংবাদিক হয়েছে”। আসামী সৌমিক ব্রো কমেন্টস করে বলেছেন, “আমি থাকলে শালাকে ওন স্পট হিট করে তোর ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে রাখতাম”।

আসামী শামিম হাসান সোহাগ ও মেহেরাব হোসেন অপি মিথ্যা বিষয়কে শেয়ার করে লাইক দিয়ে অপপ্রচারে সহায়তা করেছে। আসামীরা একই বিষয় একাধিকবার সোসাল মিডিয়ায় প্রচার করে বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে ভাইরাল করেছে।

আসামী মেহেরাব হোসেন অপি একটি অনিবন্ধিত নিউজ পোর্টাল মেহেরপুর নিউজ ডটকম পোর্টালের ফেসবুক পেজ থেকে মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর মিথ্যা অভিযোগটি লাইভ প্রকাশ করে এবং নিজ আইডিতেও শেয়ার করে ভাইরাল করে। আসামীদের মিথ্যা অপপ্রচার করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এবং অনুসন্ধানী ও সুস্থ ধারার সাংবাদিক গোষ্টীর পথ রুদ্ধ করেছে বলে বাদী অভিযোগ করেন।

মামলায় বাদীর পক্ষে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক খ.ম হারুন বিন ইমতিয়াজ জুয়েল ও নুর জামাল জামান আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন। বাদী পক্ষে আইনজীবীরা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক মাহাবুব চান্দুর বিরুদ্ধে মিথ্যা চাঁদাবজীর অভিযোগ তোলায় গত ৩০ জুলাই মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজ জেলা প্রসাশকের কার্যালয়ের সামনে একটি মানববন্ধন করে।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির জনসমাবেশ

গত ২৯ শে জুলাই ঢাকার প্রবেশপথে বিএনপি ঘোষিত শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচিতে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের আক্রমণ, হামলা, নির্যাতন ও গণ গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মেহেরপুরে জেলা বিএনপির জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকালে মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে এই জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে ও পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় জনসমাবেশে বক্তব্য রাখেন,জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, সহ-সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিলটন,আব্দুর রহমান, আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপি যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম,জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, ‘এমপিত্ব চাইনা শেখ হাসিনার পদত্যাগ চাই। এমপি, মন্ত্রী অনেক হয়েছে। এখন সময় এসেছে বিএনপির সকল নেতৃবৃন্দের এক হওয়ার। আমি আহবান জানাই বিএনপির সকল নেতাকর্মী এক হয়ে রাজপথে নামবে।’

ক্ষমতাসীন দলকে উদ্দেশ্য করে মাসুদ অরুন আরো বলেন বলেন, ‘আপনাদের ডিএসবি, এনএসআই, গোয়েন্দা সংস্থা দিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখুন দিনের আলোয় ভোট হলে আওয়ামী লীগ শতকরা ১০% ভোটও পাবে না। আজকের এই সমাবেশে আমি আপনাদের ভয় দেখাতে চাই না, কারণ আমি জানি প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে একবার দপ করে জ্বলে ওঠে। আমরা শুধু বলতে চাই ঘরে বসে কমিশনের টাকা খেয়ে যারা বিএনপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, একটা জিনিস শুধু মনে রাখবেন যদি রাস্তায় নামতে বাধ্য করেন, যদি হাজার হাজার মানুষ নিয়ে রাস্তায় নামি, যারা আমার মানুষকে কষ্ট দিচ্ছেন, ষড়যন্ত্র করছেন লুটপাট করেছেন, আমি বলছি তাদের সকলের বাড়ি ঘর ঘেরাও করে সকল অপরাধের হিসাব নেব। আমাদের সকল নেতা আজকে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছি, প্রতিদিন আমাদের ঐক্য বাড়ছে, আর আপনারা হালুয়া রুটি ভাগ করতে যেয়ে দলকে সাত ভাগে ভাগ করে ফেলেছেন।’

বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের মেহেরপুর সদর উপজেলা ও মুজিবনগর উপজেলা কমিটি গঠন

বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের মেহেরপুর সদর উপজেলা ও মুজিবনগর উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় স্টেডিয়ামপাড়াস্থ অস্থায়ী জেলা কার্যালয়ে কমিটি গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি রেহেনা মান্নানের সভপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য ইমতিয়াজ হোসেন মিরন, আজিমুল বারী মুকুল।

আলোচনা শেষে ইমতিয়াজ হোসেন মিরনকে সভাপতি ও নাজমুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে সদর উপজেলা কমিটি এবং আজিমুল বারী মুকুলকে সভাপতি করে মুজিবনগর উপজেলা কমিটি গঠণ করা হয়েছে। নতুন এ কমিটি আগামী তিন বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন। আাগামী এক মাসের মধ্যে পুর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে অনুমোদন নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

গাংনীতে বাড়ির পথে প্রতিবেশীর বেড়া

জমিজায়গা সংক্রান্ত ঝামেলার কারণে বাড়ির পথে বেড়া দিয়েছেন প্রতিবেশীরা। এতে বেশ কিছু দিন ধরে বিড়ম্বনার শিকার একটি পরিবার। অভিযোগ রয়েছে বাড়ি থেকে রাস্তার পথের দুদিকে শক্ত করে বাঁশ আর পাটকাঠি দিয়ে প্রতিবেশীর বেড়া দেওয়ায় সহোযোগিতা করেছেন স্থানীয় প্রভাবশালী কয়েকজন। তবে প্রভাবশালীদের দাবি অভিযোগ মিথ্যা।

ঘটনাটি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে। দীর্ঘদিন ধরে পৈত্রিক ভিটায় বসবাস করছেন মৃত মজির উদ্দিনের ছেলে মোয়াজ্জেল হক ও তার পরিবার। হঠাৎ করে বাড়ির পথে প্রতিবেশীরা বেড়া দেওয়ায় সীমাহীন সমস্যায় পড়েছেন তিনি।

মোয়াজ্জেল হক বলেন, আমাদের ৫ শরিকের মোট জমি ৩৮ শতক। এক শরিকের ভাগে আমি পাবো সাড়ে ৭ শতক। আমাদের সামনে থাকা আরেক শরিকের জমি ক্রয় করেছিল আবুল কাশেম (এখন মৃত)। মৃত আবুল কাশেমের বাড়ির সামনে দিয়ে আমাদের বাড়ি থেকে রাস্তায় বের হওয়ার গলিপথ। হঠাৎ করেই সেই পথটি আটকে দিয়েছে তারা। যার ফলে আমরা খুব অসুবিধায় পড়েছি। বাঁশ ঝাড়ের পাশ দিয়ে পুকুরের কাঁদা পানির মধ্যে দিয়ে খুব কষ্টে বাড়িতে যেতে হচ্ছে। আমাদের বাড়ির পিছনে তাদের জমি রয়েছে সেই জমিতে যাওয়ার জন্য আমাদের বাড়িঘর ভেঙে তারা এখন অন্যায়ভাবে পথের দাবি করছে।

মোয়াজ্জেল হকের ছেলে পলাশ হোসেন বলেন, এটা আমাদের বাপদাদার সম্পদ। বাইরের একজন এসে এখানে জমি কিনেছে। আমাদের বাড়ির পিছনে আরেকটি জমি কিনে এখন বাড়িঘর ভেঙে পথ চেয়ে বসছে। না দেওয়ায় এখন অন্যায় ভাবে পথ চেয়ে আমাদের পথ আটকে দিয়েছে। বাড়ি থেকে বের হয়ে গরুর ঘাস নিয়ে আসা থেকে শুরু করে সবকাজে খুব অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। আমার নিজের জমিতে পথ অথচ প্রভাবশালীদের ক্ষমতার বলে পথটি আটকে হুমকি দিচ্ছে। আমরা খুব সমস্যার মধ্যে আছি এবং তাদের আইনের বিচার দাবি করছি।

পলাশ হোসেনের মা ও মোয়াজ্জেল হকের স্ত্রী বলেন, আমার শ্বশুরদের জমিতে সাড়ে ৭ শতক কিনে আবুল কাশেম। আবুল কাশেম মারা গেছে আর তার ছেলে ইলিয়াস বিদেশে রয়েছে। কিন্তু নাহিদা (ইলিয়াসের স্ত্রী) তার ভাই এবং এলাকার কিছু প্রভাবশালী লোকদের হাত করে আমাদের ওপর অন্যায় করছে। আমরা বাড়ি থেকে বের হতে পারছি না। কাজকর্ম করতে পারছি না। বের হওয়ার পথ আটকে দিয়েছে লাঠিয়াল লোকজন নিয়ে এসে।

তবে বিষয়টি নিয়ে পথ আটকানো প্রতিবেশীদের কোন বক্তব্য না থাকলেও তাদের হয়ে স্থানীয় কয়েকজন জানান, মৃত আবুল কাশেমের জমি রয়েছে প্রথমে এবং শেষে। মাঝখানে রয়েছে মোয়াজ্জেল হক। মোয়াজ্জেল হককে সামনে পথ দিতে তাদের শর্ত হচ্ছে পিছনে মৃত আবুল কাশেমের জমিতে যাওয়ার জন্য মোয়াজ্জেল হকের জমির ওপর দিয়ে তাকেও পথ দিতে হবে।

বিষয়টি নিয়ে কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুহা. আলম হুসাইন

বলেন, বিষয়টি নিয়ে পরিষদে একটি অভিযোগ আসলে আমি স্থানীয় ইউপি সদস্যকে পাঠায় যাতে ওই পরিবারটির যাতায়াতের পথটি খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষের লোকজন ইউপি সদস্যের সাথে খারাপ আচরণ করেছে। বিষয়টি যাতে সঠিক মিমাংসা হয় সেটি আমি দেখবো।

এসএসসিতে মানবিক বিভাগে সর্বোচ্চ নাম্বার পেলেন গাংনীর ওয়াসিম জাফর

গাংনীর মেধাবী শিক্ষার্থী মো: ওয়াসিম জাফর ২০২৩ সালের অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় গাংনী সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজে মানবিক বিভাগ থেকে অংশগ্রহণ করে ফলাফলে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন) পেয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

মেহেরপুর জেলার মেধা তালিকায় সর্বোচ্চ ১১৮২ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করায় বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে। তার কৃতিত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আব্বাস উদ্দীন। তিনি বলেন, মোট ১৩০০ নম্বরের মধ্যে ১১৮২ নম্বর পাওয়া মানে অনেক ভাল ফলাফল। আমিও তার সাফল্য কামনা করি।

মো: ওয়াসিম জাফর গাংনী পৌর সভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মহিলা কলেজ পাড়ার সালাহ উদ্দিন প্রফেসর ও মনোয়ারা খাতুনের ছেলে। তিন ভাইবোনের মধ্যে মো: ওয়াসিম জাফর ছোট।

সে প্রথমে গাংনীর ফুলকুড়ি স্কুল ও লাইসিয়াম স্কুলে পড়ালেখা করে। পরে তাকে সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজে ভর্তি করা হয়।

মোঃ ওয়াসিম জাফর জানায়,তার লেখা পড়ায় অনুপ্রেরণা তার মা বাবা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। তবে এতো ভাল ফলাফল হয়েছে জেনে তার আগামী দিনের লেখাপড়ার আগ্রহ আরও প্রবল হয়েছে।

মো: ওয়াসিম জাফরের এ কৃতিত্বে সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষকরাও তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেই সাথে মো: ওয়াসিম জাফরের

পরিবারের পক্ষ থেকে মেধাবী শিক্ষার্থী ওয়াসিম জাফরের সুস্থতা ও মঙ্গল কামনা এবং মানবিক মানুষ হওয়ার জন্য সকলের কাছে দোয়া কামনা করেছেন।

মেহেরপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের বারাদীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে মানব বন্ধন করেছেন বেসরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত তিনটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়ীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষিকা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা এই মানববন্ধনে অংশ নেন।

আজ সোমবার (৩১ জুলাই) দুপুর পৌনে বারোটার দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের বারাদী বাজারের উপর এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তৌহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে দাবী দাওয়া তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন, মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মেহেদী রেজা, সহকারি শিক্ষক তারেক মুসা, নাসিমা ইয়াসমীন, সালমা পারভীন, বর্শিবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক ইয়ামীন হাসান, আব্দুর সবুর প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, একই কারিকুলামে শিক্ষাদানসহ একই নিয়ম মেনে শিক্ষকতা করা হলেও সরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা বেতন ভাতা বেশি পান। এ ধরনের বৈষম্যতা দুরীকরণে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় করণের আবেদন জানানো হয়।

শিক্ষককরা, শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের ৬ মাসের মধ্যে অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ট্রাস্টের পাওনা পরিশোধসহ কয়েকদফা দাবি তুলে

ধরেন তারা। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট পাশের পূর্বেই মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণের ঘোষণা দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয় মানববন্ধনে।

মেহেরপুরে মোবাইল চোরকে ধরে পুলিশে দিলো জনতা

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল চত্তর থেকে খলিলুর রহমান
(৪৮) নামের এক মোবাইল চোরকে হাতে নাতে ধরে পুলিশে দিয়েছেন জনতা।

মোবাইল ফোন চোর খলিলুর রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের ইসলাম খাঁ’র ছেলে।

আজ সোমবার (৩১ জুলাই) সকাল সাড়ে ৮ টার সময় মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল চত্তর থেকে তাকে জনতা ধরে পুলিশে সোপর্দ করেন।

মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তাওহিদ এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, স্থানীয়রা তাকে মোবাইল ফোন চুরির সময় হাতে নাতে ধরে পুলিশে দেন। তাকে মেহেরপুর সদর থানার পেন্ডিং মামলা নং ২১ আসামি দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ নারী মাদক বিক্রেতা আটক

হাফ ডজ্জন মাদক মামলার আসামি রেনু খাতুন এবার সাড়ে ৫ গ্রাম হেরোইন নিয়ে ধরা পড়লেন বারাদী ক্যাম্পের পুলিশের হাতে।

মাদক ব্যবসায়ী রেনু খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা গ্রামের সাহারুল ইসলামের স্ত্রী।

আজ সোমবার (৩১ জুলাই) সকাল ৮ টার সময় বারাদী বাজারে গোপন সংবাদে পুলিশ অভিযান চালিয়ে রেনুকে আটক করেন। পরে তার শরীরের গোপন অঙ্গের ভিতর থেকে হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

বারাদী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই মফিজুল ইসলাম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বারাদী বাজারে অভিযান চালিয়ে রেনুকে আটক করা হয়। পর তার শরীরের যৌনাঙ্গের ভিতর থেকে হেরোইন জব্দ করা হয়। তিনি বলেন, এর আগে রেনু খাতুনের বিরুদ্ধে হেরোইন, ফেনসিডিল ও গাঁজা বিক্রির অভিযোগে আদালতে ৬ টি মামলা চলমান রয়েছে।

হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে। যার মামলা নং ৪৯, তারিখ ৩১/০৭/২৩ ইং। আটককৃত আসামি রেনু খাতুনকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে একই মঞ্চে আওয়ামীলীগ-বিএনপি নেতৃবৃন্দ

মহাসমাবেশ ও শান্তি সমাবেশকে ঘিরে যখন রাজধানীসহ বিভিন্ন জেলা- উপজেলায় চলছে সংঘর্ষ, সহিংসতা, বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে। তখন মেহেরপুরের গাংনীতে একই মঞ্চে মিলিত হলেন আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির নেতারা। এক মঞ্চে বসে তারা অঙ্গীকার করলেন সহিংসতার পথে না গিয়ে মেনে চলবেন নির্বাচনী আচরণ বিধি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট গাংনী উপজেলা শাখা সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের এক মঞ্চে বসার আয়োজন করে।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক প্রচার ও প্রচারনা

সম্পাদক প্রভাষক মহিবুর রহমান মিন্টু, পৌর আওয়ামীলীগের সাস্কৃতিক সম্পাদক আজিজুল হক রানু, আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু, আল্পনা আক্তার। গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো, জেলা বিএনপির নেতা আব্দাল হক। জাতীয় পার্টির গাংনী উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল লতিব উপস্থিত ছিলেন।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিএফজির সমন্বয়ক প্রভাসক রফিকুল ইসলাম বকুল, করমদী ডিগ্রী কলেজের প্রভাসক এএসএম সায়েম পল্টু, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক প্রমুখ।

গতকাল রবিবার দুপুরে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গাংনী এরিয়া অফিসে এই আয়োজন করা হয়।

এসময় দি হাঙ্গার প্রজেক্টের প্রোগ্রাম অফিসার গিয়াস উদ্দীন, গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ বলেন, জাতীয় পর্যায়ে যাই হোক আমরা স্থানীয়ভাবে শান্তিপূর্ণ অবস্থান তৈরী করবো। সহিংসতা পরিহার করে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে থাকবো।